সংবাদ

তারিখ 27 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বহুল প্রত্যাশিত সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে

বহুল প্রত্যাশিত সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় আসছে আগস্ট থেকে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। সহকর্মী দৈনিক জানিয়েছে, সার্কভুক্ত ৮টি দেশের ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী নিয়ে নয়াদিল্লির মেহেরাওলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্যাম্পাস স্থাপিত হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম সার্কের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থাকবে সা[illegible] প্রতিটি সদস্য দেশের রাজধানী শহরে। ২০১৪ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঢাকা, ইসলামাবাদ, কলম্বো, কাঠমান্ডু, মালে, থিম্পু ও কাবুলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপিত হবে। ২০০৭ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেন অপর সার্ক নেতারা। ভারত সরকার নয়াদিল্লিতে প্রথম ক্যাম্পাস স্থাপনে ১০০ একর জমি বরাদ্দ করেছে।

প্রথমদিকে বছরে ৪ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে। পরে এ সংখ্যা ৭ হাজারে বাড়ানো হবে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর ৩০০ শিক্ষক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পাবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশ স্বাগতিক দেশ, ১০ শতাংশ সার্কের সদস্য নয় এমন দেশ ও ৪০ শতাংশ সার্ক দেশগুলোর ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করা হবে।

অসচ্ছল, গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা থাকবে, যাতে তারা বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অনুষদ ও একটি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অনুষদ থাকবে। এছাড়া সাউথ এশিয়া স্টাডিজ, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়ে অনুষদ থাকবে।

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন প্রথম অনুমোদিত হয়। আমরা একে স্বাগত জানিয়েছিলাম। এখন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া যখন শুরু হতে যাচ্ছে, আমরা একে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে অভিনন্দিত করতে চাই সার্ক সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়েছে সামান্যই।

দক্ষিণ এশিয়ার কার্যকর সহযোগিতার প্রশ্নে সবচেয়ে প্রধান বাধা হিসেবে যা চিহ্নিত হয়ে আসছে, তা হলো এ অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের মাইন্ড সেট। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস। নতুন প্রজন্মকে প্রায়োগিক জ্ঞানে আলোকিত করতে পারলে শত শত বছরে গড়ে ওঠা মাইন্ড সেটের পরিবর্তন আসবে। সেদিক বিবেচনায় সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান হতে পারে অসামান্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার যে ভাবগত পরিমণ্ডল তৈরি হবে, তা পুরনো চিন্তাধারা, কূপমণ্ডূকতাকে বিদায় জানিয়ে একটি কার্যকর দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করবে।

আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটিও আশা করব, প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে টিউশন ফি এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরাও যেন বিনা বেতনে জ্ঞানার্জনের অধিকার পায়। আশা করব আমাদের প্রত্যাশার ব্যত্যয় হবে না।